ইউনিট ১
প্রাথমিক পরিচিতি

ভূমিকা
কর্মব্যস্ত এই পৃথিবীতে সবাই কোন না কোন কাজে ব্যস্ত রয়েছে। যেমন– শিক্ষক শিক্ষকতা করছেন, চিকিৎসক হাসপাতালে রুগীর সেবা করছেন, জেলেরা মাছ ধরছেন, শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করছেন, অফিস আদালতে কর্মচারীরা কাজ করছেন। সবাই ব্যস্ত। কিন্তু কেন এই ব্যস্ততা? এর উত্তর জানতে হলে অর্থনীতি সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকতে হবে। এই ইউনিটে এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

পাঠ ১ : সংজ্ঞা, বিষয়বস্তু ও আওতা

উদ্দেশ্য :
এই পাঠ শেষে আপনি–
- অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- অর্থনীতির সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- অর্থনীতি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থনীতির আওতা বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ
মানুষের যে কাজ অর্থ আয় ও ব্যয়ের সাথে জড়িত তাকে অর্থনৈতিক কাজ বলে। যেমন– শিক্ষকের শিক্ষকতা, ডাক্তারের চিকিৎসা, শ্রমিক ও কৃষকের পরিশ্রম সবই অর্থনৈতিক কাজ। কিন্তু মানুষের সব কাজই অর্থনৈতিক কাজ বলে বিবেচিত হয় না। যেমন– মায়ের সেবা-যত্নের জন্য কোন পারিশ্রমিক দিতে হয় না। তাই এটা অর্থনৈতিক কাজ নয়। কিন্তু হাসপাতালের নার্সের সেবার বিনিময়ে অর্থ দিতে হয় বলে এটি একটি অর্থনৈতিক কাজ। সুতরাং **যেসব কাজের বিনিময় মূল্য আছে অর্থাৎ যেসব কাজের জন্য অর্থ দিতে হয়, কেবলমাত্র সেগুলোই অর্থনৈতিক কাজ।**

এখন প্রশ্ন হল, মানুষ কেন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়? দৈনন্দিন জীবনে আমরা বিভিন্ন জিনিসপত্রের অভাব বোধ করি। কিন্তু এই অভাব মেটানোর জন্য আমাদের হাতে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নেই, যে প্রদীপের দৈত্যকে হুকুম করার সাথে সাথে সব জিনিস এনে হাজির করবে আর তা দিয়ে অভাব পূরণ করা যাবে। তাই আমরা সকলেই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হই। **অভাব মোচনের উপকরণের স্বল্পতা আমাদের অর্থনৈতিক কাজকর্মকে দুইভাবে প্রভাবিত করে। প্রথমত, এটি আমাদের অপচয় পরিহার করে উপকরণসমূহ যতটা সম্ভব প্রচুর করে তুলতে বাধ্য করে। দ্বিতীয়ত, এটি আমাদের উপকরণসমূহ এমনভাবে ব্যবহারের নির্দেশ দেয় যাতে জিনিসপত্রের উৎপাদন যথাসম্ভব বাড়ানো যেতে পারে।**

অর্থনীতি কি?
কোন কোন লেখকের মতে অর্থনীতি ধন বা সম্পদের বিজ্ঞান। আবার কোন কোন লেখকের মতে এটি মানুষের কল্যাণের শাস্ত্র। অর্থনীতি চর্চা প্রথম শুরু হয় প্রাচীন গ্রিসে। ঐ দেশে অর্থনীতিকে পরিবার পরিচালনার বিজ্ঞান বলে গণ্য করা হত। পরিবার পরিচালনা বলতে পরিবারের সদস্যদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সমস্যা এবং এসব সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত কাজকর্মকে বুঝায়। খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ আলফ্রেড মার্শাল, এল রবিন্স ও অন্যান্যরা অর্থনীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। নিচে আমরা অর্থনীতির সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করব।

অভাবের মধ্যে মানুষের জন্ম। জন্মের পর হতেই মানুষ নানা প্রকার অভাবের সম্মুখীন হয়। এই অভাবের কোন শেষ নেই। একটি অভাব পূরণ হলে নতুন আরেকটি অভাব দেখা দেয়। যেমন, মাথা গুঁজবার একটু জায়গা হলে পর মুহূর্তে আমরা ভাবতে থাকি কিভাবে একে দালানে পরিণত করা যায়। ভাতের অভাব পূরণ হলে পোলাও খেতে ইচ্ছে হয়। এভাবেই অভাব বাড়তে থাকে। মানুষকে সব সময় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি অভাব পূরণের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। অভাব সীমাহীন হলেও অভাব পূরণের সম্পদ বা উপকরণ সীমিত। সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ

চেষ্টা করে আসছে কিভাবে সীমিত সম্পদ দ্বারা অসীম অভাব পূরণ করা যায়। মানুষের অধিকাংশ কাজের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে অর্থ উপার্জন এবং এই অর্থ দ্বারা অভাব পূরণ করা। **যে শাস্ত্র মানুষের অর্থনৈতিক কাজ বা অর্থ আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করে তাকে অর্থনীতি বলে।** অন্যভাবে বলা যায়, **যে শাস্ত্র মানুষের অসীম অভাব সীমিত সম্পদ দ্বারা মেটানোর প্রচেষ্টা আলোচনা করে তাকে অর্থনীতি বলে।**

অর্থনীতির বিষয়বস্তু

সমাজের অর্থনৈতিক সমস্যা আমরা কিভাবে সমাধান করি তা নিয়েই অর্থনীতি আলোচনা করে। আমাদের দৈনন্দিন খাওয়া-দাওয়া ও বেঁচে থাকার সমস্যাই অর্থনৈতিক সমস্যা। আর এই অর্থনৈতিক সমস্যার মূলে রয়েছে অভাববোধ। এই অভাববোধ থেকেই অর্থনীতির আলোচনা শুরু। মানুষের অভাব অসীম। বেঁচে থাকার জন্য আমরা অনেক কিছুরই অভাব বোধ করি। আমরা চাই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও আমোদ-প্রমোদ। কিন্তু সবাই সমানভাবে এগুলো ভোগ করতে পারে না। এর কারণ সম্পদের সীমাবদ্ধতা।

পশু-পাখির মত কেবল জীবন-ধারণ করেই মানুষ সন্তুষ্ট নয়। মৌলিক অভাবগুলো মেটানোর পর সে উন্নততর জীবন-যাপন করতে চায়। তাই মানুষ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের আরামদায়ক ও বিলাস দ্রব্য পেতে আগ্রহী হয়। যেমন– টিভি, ফ্রিজ, মোটরগাড়ি ইত্যাদি। এসব অভাব মিটলে আবার দেখা দেবে নতুন অভাব, যেমন– বিদেশ ভ্রমণ, নতুন বাড়ি ক্রয় ইত্যাদি। এভাবে মানুষ অভাবের পেছনে ছুটে চলেছে। মোট কথা **অভাবের কোন শেষ নেই। একটা অভাব মিটলে নতুন নতুন অভাবের সৃষ্টি হয়। মানুষ কিভাবে সীমিত সম্পদ দিয়ে অসীম অভাব পূরণ করে সর্বাধিক তৃপ্তি লাভ করতে পারে তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।**

অর্থনীতির আওতা

পূর্বের আলোচনা থেকেই অর্থনীতির আওতার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি নিচে অর্থনীতির আওতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল। অর্থনীতি একটি সমাজবিজ্ঞান। কারণ এই বিজ্ঞানটি সমাজে বসবাসকারী মানুষের অভাব পূরণ সম্পর্কিত কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করে।

অর্থনীতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের সব কাজ নিয়ে আলোচনা করে না। শুধু যেসব কাজ অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় সেগুলো অর্থনীতির আলোচনার আওতাভুক্ত।

মানুষের এ ধরনের কার্যাবলীকে চারভাগে ভাগ করা যায় : (ক) উৎপাদন, (খ) বিনিময়, (গ) বন্টন ও (ঘ) ভোগ। এছাড়া (ক) জনসংখ্যা, (খ) মুদ্রা, (গ) ব্যাংক, (ঘ) ব্যবসা-বাণিজ্য এবং
(ঙ) সরকারি আয়-ব্যয় প্রভৃতিও অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।

উপসংহারে বলা যায়, অর্থনীতির আওতার ক্রমশ বিস্তার ঘটছে। পরিবর্তনশীল সমাজে অর্থনীতির আওতার নির্দিষ্ট সীমারেখা নির্ধারণ করা সহজ নয়। কারণ অর্থনীতি একটি প্রগতিশীল সমাজ বিজ্ঞান।

সারসংক্ষেপ

- অভাব সীমাহীন। অভাব পূরণের উপকরণ সীমিত। এই সীমিত সম্পদ ও অসীম অভাব– এই দু'য়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য যে কর্ম প্রচেষ্টা তাই অর্থনীতির আলোচ্য বিষয়।
- অর্থনীতি সমাজে বসবাসকারী মানুষের অর্থ আয় ও ব্যয় সম্পর্কিত কাজকর্ম আলোচনা করে।
- উৎপাদন, বিনিময়, বন্টন ও ভোগ সম্পর্কেও আলোচনা করে।
- জনসংখ্যা, অর্থ, ব্যাংক, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং সরকারি আয়-ব্যয়ও অর্থনীতির আলোচনার আওতাভুক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। অর্থনৈতিক কাজের লক্ষ্য কি?
- ক. অর্থ খরচ করা
- খ. দরিদ্রকে দান করা
- গ. সম্পদ আহরণ করা
- ঘ. অভাব মেটানো

২। মানুষের অভাব কিরূপ?
- ক. বেশি
- খ. অসীম
- গ. সীমিত
- ঘ. খুবই কম

৩। কোন্‌টি অর্থনৈতিক কাজ?
   ক. শিক্ষকের শিক্ষকতা   খ. মায়ের পরিচর্যা
   গ. ভিক্ষে করা   ঘ. চুরি করা

৪। অর্থনীতির প্রকৃত বিষয়বস্তু কি?
   ক. অর্থ আয়   খ. অর্থ ব্যয়
   গ. অর্থ সঞ্চয়   ঘ. অভাব মোচন

৫। মানুষ কাজ করে কেন?
   ক. অর্থ উপার্জনের জন্য   খ. সুস্থ থাকার জন্য
   গ. মানুষের কল্যাণের জন্য   ঘ. দৈহিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থনৈতিক কাজ কাকে বলে?
২। অর্থনীতি কাকে বলে?
৩। অর্থনীতির বিষয়বস্তু আলোচনা করুন।
৪। অর্থনীতির আওতা আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় কি?

পাঠ ২ : অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আধুনিক যুগে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই অর্থনীতিকে বর্তমান যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর অন্যতম বলে মনে করা হয়। নিচে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

১। **দৈনন্দিন জীবনে** : প্রাত্যহিক জীবনে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রতিটি মানুষের অসীম অভাব পূরণের কাজে ব্যস্ত। অর্থনীতির জ্ঞান থাকলে মানুষ অভাব মোচনের উপকরণের স্বল্পতার সমস্যা ভালভাবে বুঝতে এবং সমাধানের চেষ্টা করতে পারে।

২। **সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার** : অর্থনীতি পাঠ থেকে দেশের সীমিত সম্পদের সাহায্যে কিভাবে জনগণের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করা যাবে তা জানা যায়। এছাড়া কোন দ্রব্য কতটুকু উৎপাদন করতে হবে এবং কিভাবে তা বন্টন করতে হবে তাও জানা যায়।

৩। **ব্যবসায়ীদের নিকট** : ব্যবসায়ীদের কাছে অর্থনীতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাজারে কোন দ্রব্যের কি চাহিদা, ভবিষ্যতে এই চাহিদার কি পরিবর্তন হতে পারে সে সম্পর্কে ব্যবসায়ীর জ্ঞান থাকতে হবে। তা না হলে ব্যবসা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং ব্যবসায়ের সাফল্য অনেকটা অর্থনীতির জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

৪। **পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন** : বর্তমান বিশ্বে অধিকাংশ দেশই সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নতির চেষ্টা করছে। দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূর করা পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনা রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজন হয়। অর্থনীতির জ্ঞান থাকলে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সহজ হয়।

৫। **রাজনীতিবিদদের নিকট** : দেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে রাজনীতিবিদদের ধারণা থাকতে হবে। তা না হলে সরকারের নীতি নির্ধারণ ও কর্মপন্থা ঠিক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। অর্থনীতির জ্ঞান এ ব্যাপারে রাজনীতিবিদদের সাহায্য করতে পারে।

৬। **সরকারি প্রশাসনে** : সরকারকে প্রতিবছর আয়-ব্যয়ের হিসাব করতে হয়। সরকারের ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ নীতি, কর আরোপ ও সংগ্রহনীতি, বাণিজ্যনীতি ইত্যাদি বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তাদের জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। অর্থনীতি তাদেরকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারে।

৭। **শ্রমিক নেতৃবৃন্দের নিকট** : শ্রমিক নেতৃবৃন্দ শ্রমিকদের স্বার্থ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা, অন্যান্য সুবিধা, উপযুক্ত মজুরি, চাকুরীর নিশ্চয়তা দান, কাজের সময়সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অর্থনীতির জ্ঞান তাদেরকে সাহায্য করে।

৮। **সমাজকর্মীদের নিকট** : অভাববোধ থেকেই অধিকাংশ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি। দারিদ্র্য, ভিক্ষাবৃত্তি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, বেকারত্ব প্রভৃতি সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর কারণ জানা এবং এসবের সমাধানের পথ বের করার জন্য সমাজকর্মীদের অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

সারসংক্ষেপ

- দৈনন্দিন জীবনে স্বল্পতার সমস্যা বুঝতে এবং এর সমাধানের চেষ্টায় অর্থনীতির জ্ঞান থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নিকট অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য।
- দেশের উন্নতির জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রয়োজন। অর্থনীতির জ্ঞান এ কাজে সাহায্য করে।
- সমাজকর্মীদের অর্থনীতির জ্ঞান থাকলে নানা প্রকার সামাজিক সমস্যা বুঝতে সহজ হয় এবং সে অনুসারে তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা কি?
ক. অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে সুখ-শান্তিতে বসবাস করা
খ. সম্পদ ও অভাবের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা
গ. সম্পদ আহরণের নিমিত্ত জ্ঞান অর্জন
ঘ. অভাব পূরণের জন্য অর্থ সঞ্চয়

২। ব্যবসায়ীদের নিকট অর্থনীতি পাঠ অপরিহার্য কেন?
ক. ব্যবসা সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য
খ. যথাসময়ে কাঁচামাল সংগ্রহ করার জন্য
গ. যথাসময়ে দ্রব্যসামগ্রী মজুদ করার জন্য
ঘ. অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের জন্য

৩। কোন ধরনের কাজ অর্থনীতির আওতায় পড়ে?
ক. যে কাজ অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায়
খ. যে কাজ অর্থের দ্বারা পরিমাপ করা যায় না
গ. মানব কল্যাণমূলক সব ধরনের কাজ
ঘ. যে সব কাজ মানুষের মনের বিকাশ ঘটায়

রচনামূলক প্রশ্ন

১। অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কি তা বলতে পারবেন।
- এ সমস্যা কিভাবে সমাধান করা সম্ভব তা আলোচনা করতে পারবেন।
- কেন আমাদের সম্পদের অপচয় কমাতে হবে তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশ দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, খাদ্য ঘাটতি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, স্বল্প মাথাপিছু আয়, জীবনযাত্রার নিম্নমান প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত। এসব সমস্যা সমাধান করে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি বৃদ্ধি করতে হবে। এ জন্য অর্থনীতির জ্ঞান অপরিহার্য। নিচে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হল।

১। **মিতব্যয়িতা শিক্ষাদান** : বাংলাদেশ একটি দরিদ্র্য দেশ। এখানে অধিকাংশ মানুষ অভাবের মধ্যে কোনভাবে দিন যাপন করে। আমাদের সম্পদ সীমিত। সে জন্য সবাইকে মিতব্যয়ী হতে হবে। মানুষ মিতব্যয়ী হলে সে তার অসীম অভাব সীমিত সম্পদ দিয়ে মেটাতে পারে। অতএব মিতব্যয়িতা অভ্যাসের ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য সামাজিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা লাভের জন্য এদেশের মানুষের কাছে অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব অপরিসীম।

২। **অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান** : দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি, অনুন্নত কৃষি, শিল্পের অনগ্রসরতা, অনুন্নত যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি বাংলাদেশের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা। আমাদের সমস্যা প্রচুর কিন্তু সম্পদ সীমিত। তাই এ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার অপরিহার্য। এ কাজে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমস্যার জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। শিক্ষা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। আর শিক্ষিত জনগণের দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হলে অর্থনীতির জ্ঞান প্রয়োজন। সীমিত সম্পদের সাহায্যে দেশের উৎপাদন, বন্টন, বিনিময় প্রভৃতি কাজ কিভাবে সম্পাদন করলে মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধি পায় তা অর্থনীতি পাঠে জানা যায়।

৩। **অর্থনৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ সৃষ্টি** : অর্থনৈতিক অবস্থা থেকেই সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। অর্থনীতি পাঠ মানুষকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সচেতন করে। এটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। তাই এক্ষেত্রে অর্থনীতি পাঠের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

উপসংহারে বলা যায়, বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র ও অনগ্রসর দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করা এবং এর সঠিক সমাধানের জন্য অর্থনীতি পাঠের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি।

সারসংক্ষেপ

- অর্থনীতি পাঠ আমাদের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা চিহ্নিত করতে এবং এর সমাধান খুঁজে বের করতে সাহায্য করে। তাই এ দেশের প্রতিটি নাগরিকের অর্থনীতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। অর্থনীতি পাঠ এ দেশের মানুষকে কিভাবে সাহায্য করে?

ক. জ্ঞান বৃদ্ধি এবং শিক্ষিত হতে সাহায্য করে
খ. আমাদের সমস্যা চিহ্নিত এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করে
গ. সম্পদ বৃদ্ধি এবং অভাব সম্পর্কে সচেতন করে
ঘ. মানুষের দুঃখ-কষ্ট সম্পর্কে সচেতন করে

২। অর্থনীতি মানুষের কোন্ বিষয়টি জাগ্রত করে?
 ক. শিল্পবোধ ও ধর্মীয় মূল্যবোধ খ. ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ
 গ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধ ঘ. অভাববোধ ও নৈতিক মূল্যবোধ।

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ১.১ : ১। গ ; ২। খ ; ৩। ক ; ৪। ঘ ; ৫। ক।

অনুশীলনী ১.২ : ১। খ ; ২। ক ; ৩। ক ;

অনুশীলনী ১.৩ : ১। খ ; ২। গ।

ব্যবহৃত শব্দ সম্ভার :

অভাব	:	কোন দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অভাব বলে।
দ্রব্য	:	যেসব বস্তু মানুষের অভাব পূরণ করে তাকে দ্রব্য বলে।
উপযোগ	:	দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতাকে উপযোগ বলে।
উৎপাদন	:	মানুষ প্রকৃতি থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তাকে অভাব মোচনের উপযোগী করে নেয়। এই উপযোগী করে নেওয়াই হল উৎপাদন। অর্থাৎ উৎপাদন বলতে উপযোগ সৃষ্টি করাকেই বুঝায়।
ভোগ	:	উপযোগের ব্যবহারকে ভোগ বলে।
সম্পদ	:	যেসব দ্রব্যের আর্থিক মূল্য আছে তাকে সম্পদ বলে।
চাহিদা	:	কোন দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা, সেই দ্রব্য ক্রয়ের ক্ষমতা এবং উহা ক্রয় করার ইচ্ছাকে চাহিদা বলে।
বিনিময়মূল্য	:	কোন দ্রব্যের বিনিময়মূল্য বলতে ঐ দ্রব্যের বদলে অন্য দ্রব্য পাওয়ার ক্ষমতাকে বুঝায়।
জাতীয় আয়	:	একটি নির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ এক বছরে) একটি দেশে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্যকে জাতীয় আয় বলে।
বন্টন	:	দেশের মোট জাতীয় আয়কে উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে ভাগ করে দেওয়াকে বন্টন বলে।
অর্থনৈতিক উন্নয়ন	:	অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে একটি দেশের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন তথা জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করাকে বুঝায়।